চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স ড্রিলশেডে পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম-সেবা সভাপতিত্বে রবিবার সকাল এগারোটার সময় জানুয়ারি মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ সময় পুলিশ সুপার কল্যাণ সভায় অংশগ্রহণকারী সকল অফিসার-ফোর্সদের কথা মনোযোগ সহকারে শোনেন। পূর্ববর্তী কল্যাণ সভায় উপস্থাপিত বিষয়ে সমাধানসহ সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করেন। চাহিদার প্রেক্ষিতে থানা ক্যাম্প ফাঁড়িতে দাপ্তরিক ব্যবহার্য জিনিস-পত্রাদি প্রদান করেন। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করায় এবং দাপ্তরিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করায় ভালকাজের স্বীকৃতি স্বরূপ শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ জীবননগর থানা এসএম জাবীদ হাসান, জেলা গোয়েন্দা শাখার শ্রেষ্ঠ এসআই (নিঃ) মোঃ রফিকুল ইসলাম, শ্রেষ্ঠ এএসআই (নিঃ) মোঃ আশরাফুজ্জামান, শ্রেষ্ঠ এসআই(নিঃ) (থানা ফাঁড়ি ক্যাম্প পর্যায়ে) এসআই(নিঃ) মোঃ দিদারুল ইসলাম, শ্রেষ্ঠ এএসআই(নিঃ) (থানা ফাঁড়ি ক্যাম্প পর্যায়ে) এএসআই(নিঃ) মোঃ সাইদুর রহমান, বিশেষ পারফরমেন্স (সর্বোচ্চ সাজা ওয়ারেন্ট তামিল) এএসআই(নিঃ) মোঃ রেয়াজুল ইসলাম সহ সর্বমোট ৩২(বত্রিশ) জনকে পুলিশ সুপার ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান করেন।

মাসিক কল্যাণ সভায় পুলিশ সুপার বলেন, ভাল কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ যেমন পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে, তদ্রূপ অসন্তোষজনক পারফরম্যান্সের জন্য তিরস্কার করা হবে। সকলের ঐক্যবদ্ধ চেস্টায় জেলা পুলিশের সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।স্বাস্থ্য সেবাসহ ফোর্সের সার্বিক কল্যাণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পুলিশের প্রতিটি স্থাপনাসহ আশপাশ এলাকা পরিস্কার পরিছন্ন রাখতে হবে এবং মেসে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পরিবেশন নিশ্চিত করতে হবে।

উক্ত কল্যাণ সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) রিয়াজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস্) নাজিম উদ্দীন আল আজাদ পিপিএম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা

সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার হুমায়রা আক্তার,পুলিশ পরিদর্শক(নিঃ) সাইফুল ইসলাম, ডিএসবি সকল অফিসার ইনচার্জ, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, আরআই, আরওআই, টিআই (প্রশাসন), সকল ক্যাম্প ইনচার্জসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসার ও ফোর্স।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারাতে নকল ব্যান্ডরোলযুক্ত বিড়ি জব্দ, গোডাউন সিলগালা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা থেকে বিপুল পরিমান নকল ব্যান্ডরোলযুক্ত বিড়ি, তামাক, বিড়ির লেবেল এবং নকল ব্যান্ডরোল জব্দ করে গোডাউন সিলগালা করে দিয়েছে কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনের আভিযানিক দল।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল শুক্রবার (১৯ জানুয়ারি) দুপুরে ভেড়ামারা উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের আড়কান্দি বাজার সংলগ্ন করিম বিড়ি ফ্যাক্টরিতে কাস্টমের যৌথ অভিযান পরিচালনা করে কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনের কর্মকর্তারা।

অভিযানকালে করিম বিড়ি ফ্যাক্টরির গোডাউন থেকে ঘোষনা বহির্ভূত প্রক্রিজাতকরণ ৯২৬ বস্তা (প্রতি বস্তায় ৪০ কেজি) তামাক স্থানীয় বাহাদুরপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সোহেল রানা পবনের জিম্মায় ২ টি গোডাউন সিলগালা করা হয়। এছাড়াও ঘোষনা বহির্ভূত থাকায় ৯৯ বস্তা বিড়ির লেবেল বা পেটি বিড়ির পেপার, ১৪ বস্তা নকল ব্যান্ডরোলযুক্ত করিম বিড়ি এবং ৫ পেটি বা ২৫০০ সিট নকল ব্যান্ডরোল জব্দ করা হয়।

এ বিষয়ে বাহাদুরপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সোহেল রানা পবন বলেন, ‘অভিযান পরিচালনা করে ২টি গোডাউন সিলগালা করেছেন কর কর্মকর্তারা এবং বেশ কিছু তামাক, নকল ব্যান্ডরোল এবং বিড়ির পেপার জব্দ করে নিয়ে গেছেন।’

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ৪ কেজি গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থেকে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ৪ কেজি গাঁজাসহ রুবেল হোসেন (৩২) নামে এক মাদক কারবারীকে আটক করেছে।

শনিবার র্যাব-১২’র সিপিসি-১, কুষ্টিয়া কোম্পানীর একটি চৌকষ আভিযানিক দল ‘‘কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানাধীন বাগুয়ান কান্দিরপাড়া গ্রামে” একটি অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।

এসময় চার কেজি গাজা উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক মূল্য ১ লাখ ২০ হাজার টাকা।

আটককৃত রুবেল হোসেন দৌলতপুর উপজেলার বাগুয়ান এলাকার মোঃ মোজাম্মেল হকের ছেলে।

র্যাব-১২, সিপিসি-১ কুষ্টিয়ার কোম্পানী কমান্ডার লেঃ কমান্ডার বিএনএম আবুল হাশেম সবুজ জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে, আসামিদ্বয় দীর্ঘদিন যাবৎ লোক চক্ষুর আড়ালে কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায় মাদক দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে আসছিলো।

আটককৃত মাদক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে দৌলতপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ ধরণের মাদক উদ্ধার অভিযান সচল রেখে মাদকমুক্ত সোনার বাংলা গঠনে র্যাব-১২, বদ্ধপরিকর বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ায় অর্ধকোটি টাকার

কোকেনসহ বাস জব্দ

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ৯৮৫ গ্রাম কোকেন উদ্ধার করেছে বিজিবি। আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার মথুরাপুর বাস স্ট্যান্ড বাজারে যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ এ মাদক উদ্ধার করা হয়।

বিজিবি সূত্র জানায়, বাস যোগে মাদক পাচারের গোপন সংবাদ পেয়ে ৪৭বিজিবি ব্যাটালিয়ন অধিনস্থ প্রাগপুর বিজিবি ক্যাম্পের ইনচার্জ হাবিলদার নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে বিজিবি’র টহল দল মথুরাপুর বাজারে কুষ্টিয়া থেকে ছেড়ে আসা প্রাগপুরগামী যাত্রীবাহী রোহান পরিবহনে তল্লাশি অভিযান চালায়।

এসময় মালিক বিহীন প্যাকেটজাত অবস্থায় ৯৮৫ গ্রাম কোকেন উদ্ধার করে যার মূল্য ৪৯ লক্ষ ২৫টাকা বলে বিজিবি সূত্র নিশ্চিত করেছে।

উদ্ধার করা মাদক সংশ্লিষ্ট দফতরে জমা দিয়েছে বিজিবি।

ঝিনাইদহের গরু ব্যবসায়ী আমিরুল পাঁচদিন ধরে নিখোঁজ!

বাজারে গরু কিনতে বের হয়ে নিখোঁজ হয়েছেন ঝিনাইদহের ব্যবসায়ী আমিরুল শাহ (৫২)। চার দিন ধরে তাকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না।

আমিরুল ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার হামিরহাটী গ্রামের মইনুদ্দীন শাহর ছেলে। এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি জিডি করা হয়েছে।

ছেলে উজ্জল শাহ জানান, গত মঙ্গলবার সকালে গরু কিনতে দুই লাখ টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে বৈডাঙ্গা বাজারের উদ্দ্যেশে বের হন তার পিতা। ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নগরবাথান বাজার থেকে তাকে আর কেউ দেখেনি। কাছে টাকা থাকার কারণে কেউ তাকে অপহরণ করলো কিনা তা নিয়ে পরিবারের শংকা রয়েছে।

আমিরুলের স্ত্রী শাহানাজ পারভিন জানান, স্বামীকে খুজে না পেয়ে তার দুই ছেলে ও এক মেয়ে পাগল প্রায়। পিতার নিখোঁজ থাকার খবরে পরিবারে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রামের মানুষ ও পাড়া প্রতিবেশিরা বিভিন্ন জায়গায় খুজে ফিরছেন।

আমিরুলের স্বজন এনামুল হক গতকাল শুক্রবার দুপুরে জানান, বিভিন্ন আত্মীয় বাড়িতে খোঁজ করেও তাকে পাওয়া যায়নি। কোথাও না পেয়ে এখন তারা হতাশ। এ বিষয়ে তারা পুলিশ ও র্যাবের সহায়তা কামনা করেছেন।

কুষ্টিয়ায় বাল্যবিয়ে পণ্ড, এতিমখানায় গেলো বিয়ে বাড়ির খাবার

কুষ্টিয়ায় একটি বাল্যবিয়ের অনুষ্ঠান পণ্ড করে দিয়েছেন উপজেলা প্রশাসন। এসময় বিয়ের অনুষ্ঠানের সব খাবার এতিমখানা ও মাদরাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার (১৯ জানুয়ারি) দুপুরে সদর উপজেলার হাটশ হরিপুর ইউনিয়নের ফারাজী পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, গত ০৩ জানুয়ারি হাটশ হরিপুর ইউনিয়নের মো. কালু মিয়ার ছেলে মো. নিশানে সঙ্গে একই এলাকার ফারুখ হোসেনের কন্যা ফাহিমা আক্তারের সঙ্গে কোর্ট ম্যারেজ সম্পন্ন হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার (১৮ জানুয়ারি) বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন করা হয়। গোপন খবর পেয়ে জন্মনিবন্ধন অনুযায়ী মেয়ের বয়স ১৮ বছর না হওয়ায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পার্থ প্রতিম শীল অভিযান পরিচালনা করে।

এ সময় বরপক্ষ উপস্থিত না হওয়ায় উপস্থিত কনের অভিভাবককে অনুষ্ঠান বন্ধের নির্দেশ দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। পরে মানবিক দৃষ্টিতে কনের মা-বাবা থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়।

সেই সঙ্গে বরপক্ষের জন্য রান্না করা খাবার উপজেলার হাটশ হরিপুর গোরস্থানের এতিমখানায় খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

ইউএনও পার্থ প্রতিম শীল বলেন, কনে প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়ায় দেশের প্রচলিত আইন মেনেই এ বাল্যবিয়ের অনুষ্ঠানটি বন্ধ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে কনের মা ও বাবা শাস্তি হিসেবে বিয়ের বরযাত্রীদের জন্য তৈরি করা সব খাবার এতিমখানায় বিতরণ করা হয়েছে। এ ধরনের বাল্যবিয়ে যাতে না হয়, সেজন্য উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিক খোঁজ রাখা হচ্ছে।

অভিযানে কুষ্টিয়া সদর ইউএনও পার্থ প্রতিম শীল ও কুষ্টিয়া মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নূরে সফুরা ফেরদৌসসহ কয়েকজন পুলিশ ও আনসার সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় তরুণীর ছবি বিকৃত করে ফেসবুকে ছড়ানোর হুমকি: যুবক গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ায় তরুণীর ছবি বিকৃত করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়ানোর হুমকির ঘটনায় রাকিবুল হাসান (৪০) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ শুক্রবার সকালে দৌলতপুর উপজেলার তালবাড়ীয়া গ্রাম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এর আগে ভুক্তভোগী তরুণী বাদী হয়ে রাকিবুল হাসানকে আসামি করে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলা করেন। গ্রেপ্তারকৃত রাকিবুল হাসান দৌলতপুর উপজেলার তালবাড়ীয়া গ্রামের রওশন আলীর ছেলে।

মামলা সূত্রে জানা যায়, বাদী একজন শিক্ষানবিশ আইনজীবী। বেশ কিছুদিন আগে অভিযুক্ত ব্যক্তি রাকিবুল হাসানের পক্ষে একটি মামলায় অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম এর সঙ্গে বাদী সহযোগিতা করেন। সে

সূত্রে বাদীর সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিচয় হয়। এরপর থেকে বাদীর ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে অশালীন বার্তা পাঠাতেন ও কু-প্রস্তাব দিতেন রাকিবুল। ভুক্তভোগীর মুখ নগ্ন ছবি ও ভিডিওতে সংযুক্ত করে ১৬ জানুয়ারি বাদী হোয়াটসঅ্যাপে ও তার আত্মীয়-স্বজনদের মোবাইল ফোনে পাঠায় রাকিবুল। এ সময় প্রস্তাবে রাজি না হলে এডিট করা নগ্ন ছবি এবং ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয় অভিযুক্ত যুবক।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মো. মাহমুদুজ্জামান বলেন, রাতে মামলা দায়েরের পর অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তার মোবাইল ফোন থেকে এডিট করা কিছু ছবি উদ্ধার করা হয়।

ভুক্তভোগী তরুণী বলেন, রাকিবুল হাসান তার ছবি সুপার এডিট করে ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেন।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা জানান, প্রাথমিকভাবে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেছে। গ্রেপ্তার রাকিবুলকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হবে।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার হস্তক্ষেপে বন্ধ হলো বাল্যবিয়ে

কোটচাঁদপুরে বাল্যবিবাহ বন্ধে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এ অভিযান চালান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উছেন মে।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,কোটচাঁদপুর উপজেলার এলাঙ্গী গ্রামের আফসার আলী মন্ডলের আফসানা মিমি (টিয়া)। সে এলাঙ্গী মফেজ উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। টিয়ার বয়স ১৫ বছর ৫ মাস হলেও বৃহস্পতিবার তাঁর বিয়ের আয়োজন করন অভিভাবকরা। খবর পেয়ে

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উছেন মে।

এ সময় আফসানা মিমি টিয়ার ভাই ফয়সাল হোসেনকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেন তিনি। জরিমানার সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম। টিয়া কোটচাঁদপুর উপজেলার এলাঙ্গী গ্রামের আফসার আলী মন্ডলের মেয়ে।

দলিল জাল করার অপরাধে মেহেরপুরে একজনের কারাদন্ড

দলিল জাল করার অপরাধে মেহেরপুরে আশরাফুল আলম নামের একজনকে ২ মাসের কারাদন্ড প্রদান করেছে ভ্রামমান আদালত। দণ্ডিত আশরাফুল আলম মেহেরপুর সদর উপজেলার বলিয়ারপুর গ্রামের আব্দুর রহিমের ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৮ জানুয়ারি) দুপুরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সরকারি কমিশনার (ভূমি) মাজহারুল ইসলামের ভ্রামমান আদালত এ কারাদন্ডাদেশ প্রদান করেন ।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাজহারুল ইসলাম জানান, আশরাফুল আলম মেহেরপুর সদর উপজেলার দরবেশপুর মৌজার একটি দাগে চুয়াডাঙ্গা থেকে জাল দলিল তৈরি করেন। দলিল নং ৩২৬৭/২২ । পরে ঐ জাল দলিলটি নিয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলা ভূমি অফিসে নাম খারিজ করতে আসেন। সাব-রেজিস্টারের সাক্ষর দেখে সন্দেহ হলে, দলিলটি যাচাই-বাছাই করা হয়। যাচাই-বাছাই শেষে জানতে পারি আশরাফুলের দাখিলকৃত দলিলটি জাল।

আজ আশরাফুলের নাম খারিজের শুনানি ছিলো। জেরার মুখে সে তার অপরাধ স্বীকার করলে, ভ্রামমান আদালত বসিয়ে দন্ডবিধি ১৮৬০ এর ২৯১ ধারায় ২ মাসের কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

জামিন পেলেন মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস

নির্বাচন পরবর্তি সহিংসতা মামলার জেরে ৮ দিন কারাভোগের পর জামিনে মুক্তি পেলেন মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস।

আজ মেহেরপুরের জেলা ও দায়রা জজ আদালতে জামিন চেয়ে আবেদন করলে আদালতের বিচারক মো: আব্দুর রহমান সরদার তাঁকে সহ দুজনের জামিন মঞ্জুর করেন। জামিনপ্রাপ্ত অন্যজন হলেন- মুজিবনগরের আনন্দবাস গ্রামের মামুন অর রশিদ।

জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসের আইনজীবী মিয়াজান আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেন। জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসের পক্ষে আরও আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন খ ম হারন বিন ইমতিয়াজ জুয়েল, কামরুল হাসান। সরকার পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর কাজী শহিদুল হক আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

জানা গেছে, গত ৮ জানুয়ারি সোমবার রাতে নৌকার সমর্থকরা আনন্দ মিছিলকে করে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জিয়া উদ্দিনবিশ্বাসের বাড়ির সামনে গিয়ে উস্কানিমূলক শ্লোগান দেয়। এসময় উভয় পক্ষের কর্মিদের সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টি হলে এতে উভয় পক্ষের ২১ জন কর্মি সমর্থক আহত হয়। পরে মুজিবনগর থানা পুলিশ গিয়ে সেখানা ফাকা ৮ রাউন্ড গুলি ছুড়ে দু-পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় নৌকার সমর্থক আলতাফ হোসেন বাদি হয়ে মুজিবনগর থানায় জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দীন বিশ্বাসকে প্রধান আসামী করে ২৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

গত ১০ জানুয়ারি মুজিবনগরের আমলি আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেন জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস। আদালত তার জামিন না মঞ্জুর করে